দর্শনায় প্রবীন দুস্থ চা দোকানীকে আর্থিক সহয়তা প্রদান

দর্শনায় প্রবীন দুস্থ চা দোকানীকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। শুক্রবার বিকালে দর্শনা মেননগর মোড়ের চা দোকানী প্রবীন দুস্থ আ. রশিদকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এবং দর্শনা প্রবীন কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে।

৬ নং ওয়ার্ড প্রবীন কমিটির সভাপতি মোশাররফ হোসেনের সভাপতিতে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দর্শনা পৌর প্রবীন কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক হাজি আকমত আলী, দর্শনা পৌরসভার প্যানেল মেয়র রেজাউল ইসলাম, হাজি খালেকুজ্জামান, জাহিদুল ইসলাম, মোমিনুল ইসলাম, মোজাহারুল ইসলাম, হাতেম মন্ডল, আ. রহমান, সানোয়ার বিশ্বাস, ফয়সাল, ওয়েভ কর্মকর্তা কামরুজ্জামান যুদ্ধ, মিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। সঞ্চলনা করেন সাংবাদিক হানিফ মন্ডল।

৫ দিনেও সন্ধান মেলেনি দর্শনার স্কুলছাত্র মেজবাহ

খেলার কথা বাড়ি থেকে বের হয়ে ৫ দিনেও বাড়ি ফেরেনি মেজবাহ। বহু খোজাখুজির পরও তাকে পাওয়া যায়নি। থানায় করা হয়েছে সাধারণ ডায়েরী। হদিস মেলাতে পারেনি পুলিশও।

দর্শনা পৌর শহরের আজমপুরের আলমগীর হোসেনের ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ুয়া ছেলে সাঈদ আল মেজবাহ সহপাঠিদের সাথে খেলতে বাড়ি থেকে বের হয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও মেজবাহ বাড়ি না ফেরায় শুরু হয় খোঁজাখুজি। রাত গড়িয়ে সকাল ও সারাদিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও যখন তাকে পাওয়া না গেলো গত বুধবার রাতে আলমগীরের

ছোট ভাই মাসুম দর্শনা থানায় সাধারণ ডায়েরী করেছেন।

গত ৫ দিন অতিবাহিত হলেও সন্ধান মেলেনি মেজবাহ’র। আসলে কোথায় কি অবস্থায় আছে, কি ঘটেছে তার ভাগ্যে তা এখনো অনিশ্চিত।

যদি তার সন্ধান কেউ পায় তাহলে ০১৯১০-৬৩২৩১৭ মুঠোফোনে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করেছেন নিখোঁজ মেজবাহর বাবা আলমগীর হোসেন।

বাবার উপর অভিমান করে কিশোরের আত্মহত্যা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাবার উপর অভিমান করে পারভেজ (১৬) নামের এক কিশোর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের বাটিকামারা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পারভেজ শিলাইদহ ইউনিয়নের কসবা সর্দার পাড়া গ্রামের সালামের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকালে পারভেজকে তার বাবা বাড়িতে কাজ করা নিয়ে গালিগালাজ করেন। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে পারভেজ নানা বাড়িতে গিয়ে ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, ‘গলায় ফাঁস দিয়ে এক কিশোর আত্মহত্যা করেছে। তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

মিরপুরে গলায় সুজি আটকে ৫ মাসের শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় মোশারফপুর গ্রামের ৫ মাসের এক শিশুকন্যা গলায় সুজি আটকে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

শুক্রবার দুপুর দিকে পৌর এলাকার মোশারফপুর গ্রামের রিপন আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু ফাতেমা মিরপুর উপজেলায় মোশারফপুর গ্রামের রিপন আলীর মেয়ে।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ৫ মাসের ওই শিশু ফাতেমাকে তার মা সুজি খাওয়াতে গিয়ে তা দুই একবার মুখে দেওয়ার পর সুজি গলায় আটকিয়ে দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।

এমন অবস্থায় শিশুটিকে পরিবারের লোকজন দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসক সুমাইয়া শারমিন মিম শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘আমাকে একজন সাংবাদিক বিষয়টি জানিয়েছেন, কিন্তু শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, এটি একটি দুর্ঘটনা।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের মুখে তৃপ্তির হাসি : ধান চাষে লাগছেনা বাড়তি সেচ

সারাবছর ধানের জমিতে পানি সেচ পাওয়ায় কুষ্টিয়ার গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। এমনকি বোরো মৌসুমেও দিতে হয়নি বাড়তি পানি সেচ।

এর ফলে বেঁচে গেছে কৃষকদের সেচ খরচ। শুষ্ক মৌসুমেও পর্যাপ্ত

পানি সরবরাহ করেছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প। এদিকে তিন মৌসুমে পানি সেচ পাওয়ায় বেড়েছে ধানের আবাদ। আর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার ধানের বাম্পার ফলনের আশা কৃষি অধিদপ্তরের।

আর কম খরচে এবার বোরো ধান আবাদ করে খুশি কৃষকরা। কয়েক বছর আগেও আউস ও আমন ধানের ক্ষেতে নাম মাত্র পানি পাওয়া যেত জিকে সেচ খাল থেকে। আর বোরো ধান হতো সম্পূর্ণ কৃষকদের সেচ পাম্প দিয়ে। এতে ধান উৎপাদনে বাড়তি খরচ হতো কৃষকদের। কিন্তু এ বছর তিন মৌসুমেই পানি ছিল জিকে সেচ খালে। ফলে বেড়েছে বোরো ধানচাষির সংখ্যাও।

জিকে সেচ প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার ১৩ উপজেলার প্রথমে ৪ লাখ ৮৮ হাজার একর জমি সেচের আওতায় এনে ১৯৬৯ সালে শুরু হয় জিকে সেচ প্রকল্পের কাজ।

পানির অভাবে প্রতিবছর কোটি-কোটি টাকা ব্যয়ে ইনটেক চ্যানেল ছাড়াও পদ্মার উজান মুখে ড্রেজিং করে সেচ প্রকল্পটি চালু রাখা হয়। এদিকে ২০০৫ সালে স্থাপিত গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের তিন নম্বর পাম্পটি ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল অকেজো হয়ে পড়ে। এরপর চার বছর দু’টি পাম্প দিয়েই চলে সেচ কাজ। যার ফলে কমতে থাকে এর আওতাধীন কৃষি জমি। পরে ২০২১ সালের নভেম্বরে অকেজো পাম্পটি সচল হয়। যার ফলে বোরো মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি পান কৃষকরা।

গত দুই বছর আগেও জিকে সেচ প্রকল্পের খালে পানি না থাকায় শুকিয়ে যেত বোরো ধানের জমি। কৃষকরা বাড়তি সেচ দিতে গিয়ে হিমশিম খেতেন। উৎপাদন খরচ বাড়তো দ্বিগুণ। কিন্তু এ বছর পাল্টে গেছে কুষ্টিয়ার জিকে সেচের আওতাধীন বোরো চাষিদের অবস্থা। পুরো মৌসুম জুড়ে জমিতে বাড়তি সেচ দিতে হয়নি। পর্যাপ্ত পানি পাওয়ায় মাঠজুড়ে সবুজের সমারোহ। বোরো ধান দেখে খুশি কৃষকরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়ীয়া মাঠের ধান চাষি সাইদুল ইসলাম বলেন, ডিজেলের যে দাম, আর বোরো ধানে প্রায় প্রতিদিন পানি সেচ দিতে হতো। কিন্তু এবার সারা বছরই জিকে সেচের পানি পেয়েছি। এক লিটার তেলও কিনতে হয়নি। আর মাঠে ধানের চেহারা দেখলেই মন ভরে যাচ্ছে। এত সুন্দর ধান মাঠে হবে আশাই করতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, এখন জমিতে সার ও বীজ আর নিড়ানি খরচ। পানি সেচ দিতে হয়নি। যার কারণে অর্ধেক খরচে এবার ধান হচ্ছে।

ফারুক আলী নামে আরেক চাষি বলেন, আমরা ঠিকমতো পানি সেচ পেতাম না বলে অনেকেই বোরো আবাদ কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার সারাবছর

জিকে ক্যানেলের পানি পেয়েছি। এতে আমরা খুবই কম খরচে আবাদ করছি। আগামীতে ধানের আবাদ আরও বাড়বে।

ধান চাষি কামাল উদ্দিন জানান, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বোরো ধানের অবস্থা বেশ ভালো। সারাবছর পানি সেচ পাওয়ায় আউস ও আমন ধানের ফলন ভালো হয়েছিল। আমরা আশা করছি, এবার বোরো ধানেও বাম্পার ফলন হবে। এমন ভালো বোরো ধান গত ১০ বছরেও এ অঞ্চলে হয়নি।

তিনি আরও বলেন, অনেক কৃষক আবার বোরো আবাদে ফিরে আসছেন। খরচ বেশি হতো বলে বোরো আবাদ কম হতো। কিন্তু এবার পানি সেচ লাগছে না, তাই আবার বাড়ছে ধানের আবাদ। এদিকে কৃষি বিভাগ বলছে, এ বছর কুষ্টিয়ায় বেড়েছে বোরো ধানের আবাদ। যা আগের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, কুষ্টিয়া জেলার ছয়টি উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ৩৫ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে ধানের আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেখানে আবাদ হয়েছে ৩৫ হাজার ২১৫ হেক্টর জমিতে। এছাড়া উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিলে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭৮ টন। এ বছর ফলন বেশ ভালো হওয়ার আশা রয়েছে কৃষি বিভাগের।

সেই সঙ্গে গত আউস ও আমন ধানেরও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আবাদ করেন কৃষকরা। আউসে ২৮ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল কৃষি অফিস। সেখানে কৃষকরা চাষ করেন ২৮ হাজার ১২৫ হেক্টর জমিতে। আমনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৮ হাজার ৮৮৫ হেক্টর জমিতে। সেখানে আবাদ হয়েছে ৮৮ হাজার ৯০৫ হেক্টর জমিতে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, বোরো ধানের জমিতে সেচ খরচ বেশি হওয়ার কারণে বোরো চাষে কৃষকদের আগ্রহ ছিল না। তবে এ বছর আবার কৃষকরা বোরো ধান চাষে ঝুঁকছেন। মিরপুর উপজেলার অধিকাংশ কৃষি জমি জিকে সেচ প্রকল্পের পানি সেচে ধানের আবাদ হয়। যার ফলে কম খরচে ধানের আবাদ করছেন কৃষকরা।

এছাড়া উপজেলা কৃষি অফিস থেকে এ বছর বোরো মৌসুমে এক হাজার ৩০০ কৃষককে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) এবং চার হাজার ৮৩০ জন কৃষকের মধ্যে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ প্রণোদনার মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ বছর আবহাওয়া ধান চাষের জন্য অনুকূলে ছিল। আর আউস ও আমন ধানের মতো বোরো মৌসুমেও বাম্পার

ফলন হবে বলে আমরা আশা করি।

কুষ্টিয়া জিকে সেচ পাম্পের নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান জানান, বোরো মৌসুমে পাম্পগুলো সচল থাকায় আমরা কৃষকদের পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা দিয়েছি। ৩৭ হাজার হর্স পাওয়ার ক্ষমতার পাম্পটির মাধ্যমে বোরো মৌসুমে সেকেন্ডে ১ হাজার ৩০০ কিউসেক পানি নদী উত্তোলন করা হচ্ছে। যদি ১০-১৫ বছর পর-পর পাম্পগুলোকে সার্ভিসিং করা হয়, তাহলে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব। আশা করছি, আগামীতেও সারা বছর কৃষকদের সেচ সুবিধা দেয়া হবে, যাতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সুশান্ত কুমার প্রামাণিক জানান, আমরা অল্প জমিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফলনের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় ধানের ফলন ও দাম ভালো হওয়ায় কৃষকরা ধান চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। সেই সঙ্গে প্রণোদনা ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ধান চাষ বৃদ্ধিতে আমরা কাজ করছি।

কুষ্টিয়ায় রাইস মিলের কালো ধোঁয়া-বর্জ্যে বিপন্ন পরিবেশ

ঘরবাড়ি-গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কালো ছাই আর ধুলায়। এলাকার জলাধারগুলো পচা পানি আর তুষ-ভুসিতে জমাট বাঁধা নর্দমায় পরিণত হয়েছে। এতে করে অসহনীয় জনদুর্ভোগ তৈরি হয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার বটতৈল-খাজানগর-পোড়াদহ এলাকায়।

সারাবছরই দূষিত বায়ু আর পানিতে বসবাস এখানকার বিশাল জনগোষ্ঠীর। ফসলের মাঠেও দূষিত পানির বিড়ম্বনা। ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াজাত করা ও আটা উৎপাদন কাজে এই এলাকায় গত ৪৫ বছরে ধরে গড়ে উঠেছে প্রায় সাড়ে চারশো কলকারখানা।

এর মধ্যে বড় আকারের অটোমেটিক রাইস মিলই আছে ৫৫টি। যার অধিকাংশই মানছে না পরিবেশ সংরক্ষণ ও শ্রমিক নিরাপত্তার মতো

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। ভারী এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একটিরও নেই বর্জ্য শোধনাগার।

মিলের দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত পানি পাইপের মাধ্যমে সরাসরি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের খালে। যা চলে যাচ্ছে কৃষি জমিতে, এমনকী মাছ চাষের পুকুর-জলাশয়েও।

ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, মরে ভেসে উঠছে মাছ। দূষিত পানির সঙ্গে ধানের কুড়া ও ছাই থাকায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে খালগুলো।

আবার কোনো কোনো রাইস মিল দখলে নিয়েছে খালের জায়গা। দূরের রাইস মিলও পাইপ লাইনে বর্জ্যের সংযোগ রেখেছে খালের সঙ্গে।

খাজানগর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা দেলোয়ার বলেন, এলাকার কোনো পুকুরেই মাছ বাঁচে না। কয়দিন পরপরই মাছ মরে ভেসে ওঠে। কৃষি কাজে শ্রমিক পাওয়া যায় না। জমিতে দূষিত পানি থাকায় ভয়ে হাত দিতে চান না তারা। চর্ম রোগ হয়।

তিনি আরও বলেন, এসব নিয়ে মিল মালিকদের সঙ্গে স্থানীয়দের প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। তারা বারবার দূষিত পানি না ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও মানেন না।

বটতৈল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিন্টু ফকির উদ্বেগ প্রকাশ করে ও এলাকাবাসীর ভোগান্তির কথা স্বীকার করে বলেন, ছাই এবং কারখানার অন্যান্য বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু মিল মালিকদের এ বিষয়ে সদিচ্ছা না থাকায় কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে জানা যায়, এখানকার মাত্র ৩০টি কারখানার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে। বাকিগুলো ছাড়পত্র ছাড়াই চলছে।

পরিবেশ দূষণের কথা স্বীকার করে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল গাফফার বলেন, খাজানগরের চালকল মালিকদের একাধিকবার তাগাদা দেওয়ার পরও তারা এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, যত্রতত্র গড়ে ওঠা ধান-চাল সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলো ব্যাপক দূষণ ছড়াচ্ছে প্রকৃতিতে। ব্যাপারি এগ্রো ফুড প্রোডাক্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোফাজ্জল হোসেন ব্যাপারি বলেন, এর আগে কলকারখানা কম ছিল, এখন বেশি হয়ে যাওয়ায় দূষণের পরিমাণ দিনদিন বাড়ছেই।

সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে চালকলসহ সংশ্লিষ্ট নানা কারখানা, এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত অনিয়মের লাগাম না টানলে সামনের দিনগুলোতে আরও মারাত্মক পরিবেশ দূষণের শিকার হতে পারে এই এলাকার মানুষসহ জীব-বৈচিত্র্য।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের (খামারবাড়ি) অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (ফসল) বিষ্ণু পদ সাহা জানান, কলকারখানার এসব বর্জ্যের মধ্যে আয়রন, লেডসহ ক্ষতিকর নানা উপাদান থাকতে পারে। যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। আবার দূষিত পানির কারণে ফসলের উৎপাদনও কম হবে।

কলকারখানার বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে এখানকার জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ প্রয়োজন।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ অটোরাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মো. ওমর ফারুক বলেন, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আমরা করতে চাই না।

তিনি বলেন, সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে প্লান্ট বা শোধনাগার নির্মাণ সহজ হবে। আর এটি নির্মাণ হলে এ অঞ্চলের মানুষ মারাত্মক পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

চুয়াডাঙ্গায় আলমসাধু উল্টে প্রাণ গেল চালকের

চুয়াডাঙ্গায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত বাহন আলমসাধু উল্টে চালক নাজমুল হক (৩৫) নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অপর এক যাত্রী। শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার জাফরপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত চালক নাজমু আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গা গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। আহত হয়েছেন একই গ্রামের ভুট্টা ব্যবসায়ী রিপন আলী। তাকে

সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, ডিঙ্গেদহ এলাকায় ভুট্টা বিক্রি করে আলমসাধুযোগে বাড়ি ফিরছিলেন রিপন। আলমসাধুটি জাফরপুর মোড়ে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে আলমসাধুর নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন চালক নাজমুল হক।

গুরুতর আহত হন ব্যবসায়ী রিপন। তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক খালিদ হাসান জানান, আহত রিপনের বাম হাত ভেঙে গেছে।

এ প্রসঙ্গে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসীন জানান, ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতিতে ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ২ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডুতে বিদ্যুতের ছেঁড়া তারের স্পর্শে ২জন মৃত্যুবরণ করেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে কালবৈশাখী ঝড়ের তান্ডবে হরিণাকুণ্ডুতে বাঁশের ঝাড়ের আঘাতে নিজ বসত বাড়ির বৈদ্যুতিক মিটারের সংযোগ বিছিন্ন হলে সেটা মেরামতের সময় বৈদ্যুতিক তারের স্পর্শে ঘটনাস্থলেই আব্দুর রাজ্জাক (৫৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

পরে তাকে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কম্পপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান তিনি এখানে আশার আগেই মুত্যু বরণ করেছে। নিহত আব্দুর রাজ্জাক উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত আজমত মন্ডলের ছেলে।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বিদ্যুৎপৃষ্টে আব্দুর রাজ্জাক নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে। চার সন্তানের জনক আব্দুর রাজ্জাকের অকাল মুত্যুতে

পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়নপুর গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে জাকির হোসেন (২৫) নামে যুবক ক্ষেতে কাজ করতে বিদ্যুতের ছেড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে।

বৃহস্পতিবার রাতে কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে বিদ্যুতের খুটি থেকে তার ছিড়ে মাঠে পড়ে থাকায় এদুর্ঘটনা ঘটে। তাকে গুরতর আহত অবস্থায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করে।

এলাকাবাসী বলেন, এই দায়ভার মূলত বিদ্যুৎ বিভাগের, তারা বিদ্যুৎ লাইনের তার চেক না করে কেন বিদ্যুৎ দিলো। স্থানীয়রা এও জানান, বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজনরে বললে তারা বলে আগে টাকা তুলে দেন, তারপর তার ঠিক করবো, তার আগে নয়।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ পল্লী বিদুৎতের জি এম মোঃ ইছাহাক আলী বলেন, আমি মোবাইলে কোন সাক্ষাৎকার দিইনা আপনি অফিসে আসেন, বলে ফোন রেখে দেন।

ঝিনাইদহে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংকুর নাট্য একাডেমী প্রথম

ঝিনাইদহে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে অংকুর নাট্য একাডেমী।

গত বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহরের উজির আলী স্কুল থেকে মঙ্গলশোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাজ সজ্জায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে অংকুর নাট্য একাডেমী।

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস বলেন, অংকুর নাট্য একাডেমী বরাবরই আলাদা সাজসজ্জার মাধ্যমে বর্ষবরণ করে আসছে। এবারও ছিল ব্যতিক্রমী আয়োজন।

শোভাযাত্রা শেষে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

কোটচাঁদপুরে আধিপত্য বিস্তার ও টোল আদায়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত-২

কোটচাঁদপুর পৌর শহর এলাকায় আ.লীগের সহযোগী সংগঠনের আধিপত্য বিস্তার ও পৌরসভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জীবন হোসেন (১৯) ও আক্তার হোসেন (২০) নামে দুইজন নিহত হয়েছে।

এঘটনায় সাব্বির হোসেন ও সোহাগ নামে দুইজন গুরতর আহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে শহরের থানা সড়কের চৌগাছা বাসষ্টান্ড সংলগ্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও এতিম খানার সামনে দু’পক্ষের এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

হামলার ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ইমন হোসেন ডন ও আব্বাস আলী নামে দুইজন কে গ্রেফতার করেছে। এঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আ.লীগের সহযোগী সংগঠনের দু’পক্ষের আধিপত্য বিস্তার ও পৌর সভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

আগে যারা টোল আদায় করতেন, এবার তাদের টোল আদায় করার কথা ছিল না। কিন্তু বুধবার রাতে মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম পূর্বে যারা ছিল তাদেরকেই টোল আদায়ের ইজারা দেন। এনিয়ে রাত থেকেই ওই এলাকায় উত্তেজনা চলছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে টোল আদায় করতে উভয়পক্ষ চৌগাছা বাসষ্টান্ড এলাকায় জড়ো হয়। এসময় অভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এক পর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়।

এতে সলেমানপুর মালাকার পাড়ার দাউদ হোসেনের ছেলে সোহাগ, একই এলাকার নজির মালিতার ছেলে সাব্বির হোসেন, আখ সেন্টার পাড়ার ফিরোজ হোসেনের ছেলে জীবন ও এলাঙ্গী গ্রামের বাবু তালেবের ছেলে আক্তার হোসেন গুরতর আহত হয়।

স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইশরাত জেরিন আহত জীবনকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকীদের কে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে আক্তার হোসেন নামে আরো একজন মারা যায়।

এঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সলেমানপুর উত্তর পাড়ার ইকবাল হোসেনের ছেলে ইমন হোসেন ডন ও সলেমানপুর কারিগর পাড়ার আব্বাস হোসেনকে গ্রেফতার করেছে।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি মঈন উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পৌর সভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ জন নিহত ও ২জন আহত হয়েছে।